# সম্পাদকীয়
# স্বাধীনতা তুমি

আশ্চর্য এক সময় এসেছিল আমাদের জীবনে। একসঙ্গে গর্জে উঠেছিলাম আমরা সবাই, উনিশ'শ একাত্তরে। বাঙালির অবিসম্বাদিত নেতা ছিলেন সেদিন শেখ মুজিবুর রহমান। একজন শেখ মুজিবের কণ্ঠ সেদিন ধারণ করেছিল সাড়ে সাত কোটি বাঙালির সম্মিলিত স্বপ্ন-আকাঙ্খা আর দ্রোহের উচ্চারণে। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর শৃঙ্খল থেকে পরাধীন বাঙালি জাতিকে মুক্তির মন্ত্রে সেদিন দীক্ষিত করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

রেসকোর্সের জনসমুদ্রে প্রিয় নেতার সম্মোহনী কণ্ঠ থেকে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো ঝরে পড়েছিল অমর পঙক্তিমালা - 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে আমরা অর্জন করেছি প্রিয় স্বাধীনতাকে। পাকিস্তানী হিংস্র পশুদের নৃশংস গণহত্যা, লুঠ, অগ্নিকান্ড আর নারী ধর্ষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় গাঁথা অনেকটা রূপকথার রাজকুমারদের বীর কাহিনীর মতো। ভয়ংকর দৈত্যকে পরাজিত করে রাজকুমার যেমন মুক্ত করে আনে রাজকন্যেকে, মুক্তিযোদ্ধারাও তেমনি পাকিস্তানী হায়েনাদের কবল থেকে মুক্ত করেছিলো জননী জন্মভূমি এই বাংলাদেশকে। তিরিশ লক্ষ প্রাণ আর দু'লাখ মায়ের-বোনের সম্ভ্রমের মূল্যে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা।

একাত্তরের ছাব্বিশে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। অতঃপর এক সাগর রক্তের বিনিময়ে ষোলই ডিসেম্বর উদিত হয় আমাদের বিজয় -সূর্য। পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নেয় রক্তস্নাত একটি দেশ - বাংলাদেশ। বিজয়ী বাঙালির গৌরবময় অর্জন- স্বাধীনতা।

দুই.

বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একই সূত্রে গাঁথা। শেখ মুজিবুর রহমান আর বাংলাদেশের স্বাধীনতা মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী পাঠ করা মানেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আর বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পাঠ করা। একইভাবে বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম আর স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস পাঠকালে হীরকদ্যুতির ঔজ্জ্বল্য নিয়ে দীপ্যমান হয়ে ওঠেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিজয়ের মাসে আমাদের বিশেষ প্রকাশনা 'স্বাধীনতা তুমি' সেই সত্যকেই প্রবলভাবে ধারণ করে আছে।

তিন.

ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করার নীল নক্সাটির বাস্তবায়নে প্রবলভাবে সক্রিয় এক শ্রেণীর মস্তিষ্ক বিকৃত, লোভী আর সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদ। তাদের দাসানুদাসে পরিণত হয়েছেন ক্ষমতার উচিছষ্টভোগী কতিপয় জ্ঞানপাপীও। আমাদের কোমলমতি শিশু-কিশোরদের পাঠ্যসূচীতে তারাও অন্তর্ভুক্ত করেছেনে খন্ডিত, বিকৃত আর মিথ্যা ইতিহাস।

অবশ্য বাংলাদেশের মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন দেশপ্রেমিক লেখক, কবি, সাংবাদিকরা সমান্তরাল গতিতে রচনা করে গেছেন অবিরাম ইতিহাসের রক্তাক্ত ও স্বর্ণালি অধ্যায়গুলো। তারই কিছু নমুনা উপস্থাপিত হলো 'স্বাধীনতা তুমি' শীর্ষক এই বিশেষ প্রামান্য সংকলনে।

পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের সহৃদয় আনুকুল্য পেলে আগামীতে আমরা সাহসে বুক বেঁধে পুনঃ পুনঃ আত্মপ্রকাশ করবো ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ গৌরবদীপ্ত সময়ে- একুশে ফেব্রুয়ারিতে, ছাব্বিশে মার্চে, ষোলই ডিসেম্বরে, পহেলা বৈশাখে . . . . . . . . ।

চার.

আমরা কোনো দলের নই। আমরা বাংলা বাঙালি আর বাংলাদেশের। এই আমাদের পরিচয়। আপোষ নয় মিথ্যার সাথে। আমাদের বসবাস সত্যের সাথে।

পাঁচ.

আপনাদের মতামত জানতে আগ্রহী আমরা। আমাদের আয়োজন সম্পর্কে আপনাদের অভিমত দিন। ভালো লাগলে বলুন। ভালো না লাগলেও। আপনাদের ভালোবাসা আর বস্তুনিষ্ঠ গঠনমূলক সমালোচনায় আমরা ঋদ্ধ হতে চাই।

সম্পাদক
স্বাধীনতা তুমি
০১ ডিসেম্বর ২০০৪